



ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি সংবাদ



ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি
এর কর্মকান্ড সম্পর্কিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
২০২৫-২৬, বর্ষ ০১, সংখ্যা ০৩, জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৬

২৬ মার্চ ২০২৬ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

২০২৬ সালের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি কর্পোরেট অফিসসহ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসের শুরুতে ভোরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর আলোচনা সভার মাধ্যমে স্বাধীনতার তাৎপর্য, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে স্বাধীনতার অবদান তুলে ধরা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান কর্তৃক নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র “স্টপ জেনোসাইড” এবং বিখ্যাত মার্কিন কবি Allen Ginsberg এর কবিতা অবলম্বনে নির্মিত অডিও-ভিডিও ক্লিপ “September on Jessore Road” প্রদর্শন করা হয়।



জনাব ফারজানা মমতাজ, সচিব বিদ্যুৎ বিভাগ মহোদয় কর্তৃক 'সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র' এবং 'সোনাগাজী ২২০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প' এলাকা পরিদর্শন

জনাব ফারজানা মমতাজ, সচিব বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর আওতাধীন 'সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র' এবং 'সোনাগাজী ২২০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প' এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন তিনি, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি'র চেয়ারম্যান জনাব কে এম আলী রেজা, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ কে এম মনজুর কাদির, নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি) জনাব মীর মোঃ জিন্নাত আলী, নির্বাহী পরিচালক (ওএন্ডএম) জনাব এ. কে. এম. মোস্তাফিজুর রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।



হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ক্লোরিন ডোজিং সিস্টেম প্রচলন



হরিপুর ৪১২ মেঃ ওঃ সিসিপিপি এর পানি পরিশোধনে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ডোজিং এর বিকল্প হিসাবে ক্লোরিন ডোজিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানি পরিশোধনে **Disinfecting agent** হিসেবে পূর্বে শুধুমাত্র সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ব্যবহৃত হতো এবং বছরে প্রায় ৫৫০ টন (প্রতি মাসে প্রায় ৪৫ টন) হাইপোক্লোরাইট ব্যবহারের প্রয়োজন হতো। সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট মূল্য প্রায় ২০% বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় সরবরাহকারীরা প্রয়োজন অনুযায়ী সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট সরবরাহে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায়, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের বিকল্প কেমিক্যাল অন্বেষণ করার প্রয়োজন পড়ে এবং পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ক্লোরিন ডোজিং সিস্টেম স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। স্থাপিত ক্লোরিন ডোজিং সিস্টেম দ্বারা ০১/০২/২০২৬ তারিখ হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানি পরিশোধনে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ডোজিং (প্রতি মাসে প্রায় ৪৫ টন) এর পরিবর্তে ক্লোরিন ডোজিং (প্রতি মাসে প্রায় ৫ টন) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। ক্লোরিন ডোজিং সিস্টেম চালু করার ফলে বর্তমানে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতি মাসে প্রায় ১৮.৫০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।

হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অগ্নি প্রতিরোধ, নির্বাণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক ফায়ার সেফটি ট্রেনিং ও মহড়া আয়োজন

হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি এ ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর মাধ্যমে অগ্নি প্রতিরোধ, নির্বাণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক ফায়ার সেফটি ট্রেনিং ও মহড়া আয়োজন করা হয়। উক্ত ট্রেনিং ও মহড়ায় অগ্নি কান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণ, প্রতিরোধ, নির্বাণ কৌশল, উদ্ধার অভিজান পরিচালনা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে প্রস্তুতি এবং করণীয় বিষয়ে আলোচনা, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও ফায়ার ড্রিল করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।



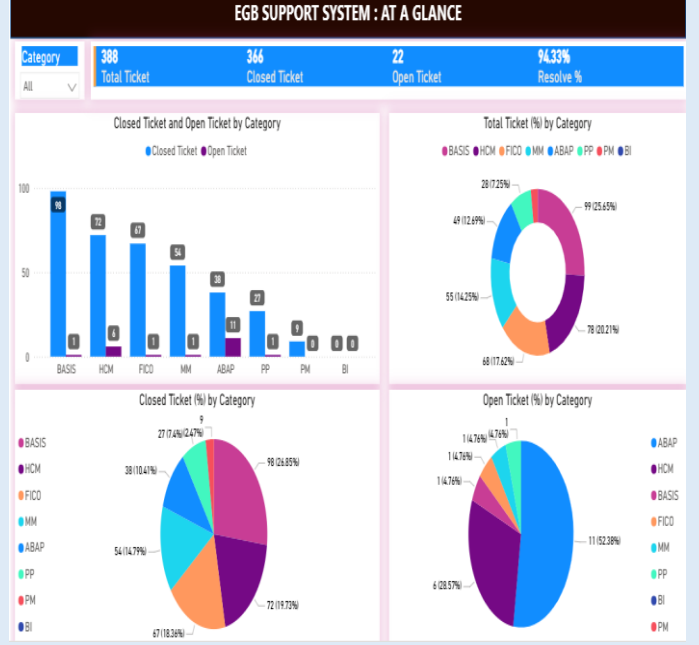
হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের IMS Recertification Audit সম্পন্ন

Bureau Veritas (BV) কর্তৃক ২৫/০১/২০২৬ এবং ২৬/০১/২০২৬ তারিখে হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের IMS Recertification Audit সম্পন্ন করা হয়। এ সময় Bureau Veritas এর অডিট টিম বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন সিস্টেম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং IMS সংক্রান্ত বিভিন্ন শাখার রিপোর্ট, রেজিস্টার, ক্যালিব্রেশন সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য আরো রিপোর্ট সঠিকভাবে মেইন্টেন করা হচ্ছে কিনা তা দেখেন। উক্ত অডিট টিম বিদ্যুৎ কেন্দ্রের IMS সংক্রান্ত কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন।



BI ড্যাশবোর্ড: সাপোর্ট সিস্টেমের কার্যকারিতার চিত্র

BI (Business Intelligence) ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি সাপোর্ট সিস্টেমের সার্বিক কার্যক্রম একটি রিয়েল-টাইম চিত্রে উপস্থাপিত হয়, যেখানে মোট টিকিট (ইস্যু উপস্থাপন), নিষ্পত্তিকৃত টিকিট, মূলতুবি টিকিট এবং সমাধানের হার স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়। এটি সহজবোধ্য গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনার মাধ্যমে দ্রুত পারফরম্যান্স মূল্যায়ন সম্ভব করে এবং বিভিন্ন মডিউলভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজের পরিধি, পুনরাবৃত্ত সমস্যার ধরন এবং অগ্রাধিকারযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। ডেটাভিত্তিক এই অন্তর্দৃষ্টি ব্যবস্থাপনাকে আরও প্রো-অ্যাকটিভ ও কার্যকর করে তোলে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী ও তথ্য নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। সর্বোপরি, এটি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গুণগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

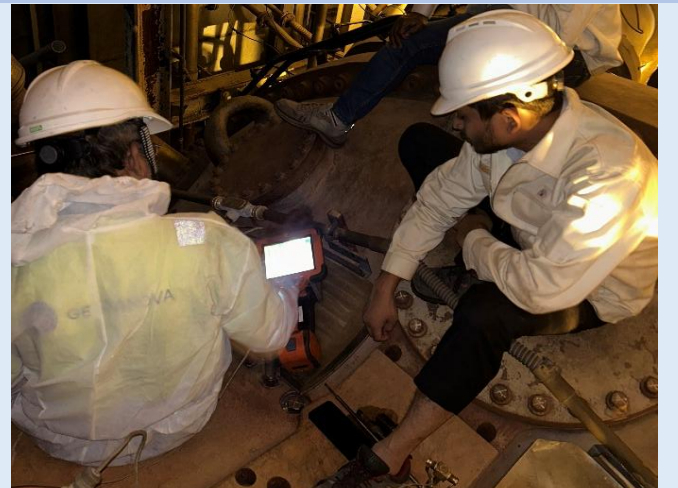


সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি এ গ্যাস টারবাইনের বোরস্কোপ ইন্সপেকশন সম্পন্ন

সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি-তে ০৩/০১/২০২৬ হতে ০৬/০১/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত GE Vernova, USA এর বিশেষজ্ঞ কর্তৃক গ্যাস টারবাইনের বোরস্কোপ ইন্সপেকশন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। উক্ত কার্যক্রমে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি'র নিজস্ব জনবল দ্বারা গঠিত বোরস্কোপ ইন্সপেকশন (BI) টিম সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। একই সাথে BI টিমের সদস্যগণ কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেন।

বোরস্কোপ ইন্সপেকশন চলাকালে BI মেশিনের অধিকতর কার্যকর ব্যবহার, পরিচালনা পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল বিষয়সমূহ সম্পর্কে GE Vernova এর বিশেষজ্ঞের নিকট হতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, যা ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি'র বোরস্কোপ ইন্সপেকশন টিমের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়াও, উল্লেখিত ইন্সপেকশন কার্যক্রমের উপর ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি'র বোরস্কোপ ইন্সপেকশন টিম এবং GE Vernova এর বিশেষজ্ঞ পৃথকভাবে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। পরবর্তীতে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি'র BI টিম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের সাথে GEV বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে ইন্সপেকশন ফলাফল, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে।



বিদ্যুৎ বনাম ৪র্থ শিল্পবিপ্লব

প্রভাত কুমার রায়, নির্বাহী প্রকৌশলী(এফিসিয়েন্সি ইউনিট)

ঢাকা শহরে প্রথম বিদ্যুৎ আসে ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর তৎকালীন ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহর অর্থানুকূলে আহসান মঞ্জিলে। মিঃ বোল্টন নামক জনৈক ইংরেজ ব্যক্তি বৈদ্যুতিক সুইচ চেপে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহের সূচনা করেন। এরই ধারা বাহিকতায় আজকে বাংলাদেশের ২০২৬ সালে মার্চ মাসে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চবিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬,৭৯৪ মেঃওঃ (২৩ জুলাই ২০২৫) এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩২৩৩২ মেঃওঃ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ, সূত্র বিদ্যুৎ বিভাগ)। তবে সে সময়ে ঢাকাবাসী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখেছিল বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো ক্ষমতা। গ্যাস বা কেরোসিন ছাড়া মাত্র দুটি তামার তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে প্রচলিত গ্যাসবাতির চেয়েও অধিক আলোয় আলোকিত করতে পারে, তৎকালে সেটা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। তখন থেকে ঢাকা পৌর বাসীর কাছে শখের গ্যাস বা কেরোসিন সড়ক বাতির কদর হারাতে আর বেশী সময় লাগল না। কথা প্রসঙ্গে এসেই যায় এই বিদ্যুৎ পূর্ববর্তী গ্যাসের সড়কবাতি স্থাপন কাজের উদ্বোধন করেন তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড ডাফরিণ ১৮৮৮ সালে ঢাকা সফরে এসে। তারও আগে ১৮৭৭ সালে ভারত সম্রাজ্ঞী হিসেবে রানী ভিক্টোরিয়ার নাম ঘোষিত হলে ব্রিটিশ সরকারের জনতোষিক কর্মসূচীর আওতায় ঢাকায় প্রায় ১০০ টি কেরোসিনের সড়কবাতি স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল।



রাস্তার পাশে গ্যাসবাতি প্রজ্জ্বলন



আহসান মঞ্জিল, ঢাকা



ডাফরিণ মুসলিম হোস্টেল, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা

কালের পরিক্রমায় সড়কবাতির বিবর্তনের ন্যায় শিল্পবিপ্লবও যেন নতুন মোড়কে নতুন আশা জাগিয়ে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। ইদানীংকালে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে বেশ জোরেশোরে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। আর ওদিকে আমরাও যেন সেই নবাবী আমলের বিদ্যুৎ নিয়ে জল্পনায় মত্ত থাকা ঢাকা বাসীর মত নতুন করে নানা জল্পনা কল্পনার জাল বুনেচলেছি এই ভেবে যে, কি নিয়ে আসতে চলেছে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব আর কেমনই বা হবে এর ধরণ। এটা কি কর্মক্ষেত্রে মানুষের বিকল্প হতে চলেছে নাকি উচ্চপ্রযুক্তির নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরী করতে চলেছে? সেটা নিতান্তই এখনো আমাদের অনুমানের পর্যায় থাকলেও পৃথিবীর উন্নত দেশ গুলোতে এর প্রভাব এরই মধ্যে প্রকট হতে শুরু করেছে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে কথার মাঝেই স্বাভাবিকভাবেই ইতিপূর্বে যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লব সাধিত হয়ে গেছে সে বিষয়ে একটু ফিরে দেখা যেতে পারে। প্রথম শিল্প বিপ্লব ১৭৫০ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৮৪০ সাল পর্যন্তবিস্তৃতি লাভ করেছিল। মূলত বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে কেন্দ্র করে হস্তচালিত নানান কলকারখানার যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধনের মধ্য দিয়ে শিল্প উৎপাদনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ইউরোপও যুক্তরাষ্ট্রেই এর প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে যায় ১৮৭০ সালে যা ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চলমান থাকে। এবারে উন্নয়নের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় দেশ গুলোর কাতারে জাপানও সামিল হয়। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব এর সময় রেলপথ ও টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিস্তারঘটে। শিল্প-কারখানায় ক্রমবর্ধমান বৈদ্যুতিকরণের ফলে আধুনিক প্রোডাকশন লাইনের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। এ সময় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্দান্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং কারখানায় শ্রমিকের জায়গা মেশিন দখল করে নিতে শুরু করে এ কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।



বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত রেল ইঞ্জিন



দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব সময়কালীন মোটর গাড়ীর এসেম্বলী লাইন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৫০ সালে থেকে তৃতীয় শিল্পবিপ্লব বিকশিত হতে শুরু করে। মূলত বুলিয়ন গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কম্পিউটার শিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে কলকারখানায় প্রগ্রামেবল ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে শুরু হয় যা এখনো চলমান আছে। তবে যে জিনিসটি যোগাযোগ প্রযুক্তিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করে তাহল ১৯৬৯ সালের ইন্টারনেট আবিষ্কার। ইন্টারনেটের কল্যাণে যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হয় এবং মুঠোফোনে এর প্রচলনের ফলে পুরো বিশ্বহাতের মুঠোয় চলে আসে এর প্রভাবে সারা বিশ্বেই গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।



ব্যক্তিগত কম্পিউটার সময়কাল ১৯৭০



গ্রাফিক্সঃ IOT বা ইন্টারনেট অফ থিংস

আর ৪র্থ শিল্পবিপ্লব বা 4IR আসছে এই ভার্চুয়াল জগতের আরো

বিস্তৃত পরিসর নিয়ে। উন্নত ইলেক্ট্রনিক চিপসমৃদ্ধ কম্পিউটার-মাইক্রোকম্পিউটার ও দ্রুতগতির ইন্টারনেটসহ আরো উন্নত প্রযুক্তির এই ডিজিটাল বিপ্লবই হচ্ছে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব। যা ২০১১ সালে জার্মান সরকারের কিছু উচ্চ প্রযুক্তির প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এনালগ প্রযুক্তির ব্যবহার এখন অতীত হতে চলেছে। বিদ্যুৎ সেক্টরে ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল রিলে আর নেই। নিউমেরিক্যাল রিলের ব্যবহার শুরু হয়েছে অনেক দিন আগেই। এখন আসছে ইন্টেলিজেন্ট ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা IED। এই ৪র্থ শিল্পবিপ্লবে বড় ভূমিকা রাখতে চলেছে ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস (IOT) এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)। আমাদের দেশও তথ্যপ্রযুক্তিতে বেশ এগিয়ে গেছে। সুসমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হবে।

৪র্থ শিল্পের প্রান ভোমরাই হচ্ছে কম্পিউটিং অর্থাৎ সফটওয়্যার দিয়ে হার্ডওয়্যারকে নিজের চাহিদা মত পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করা। আর তাই প্রোগ্রামিং বা কোডিং শিক্ষার কোন বিকল্প নেই এবং তা শুরু হতে পারে শিক্ষা জীবনের মাধ্যমিক স্তরেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের সিলেবাসে অধিভুক্তির মাধ্যমে। দেশে 4IR সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনার আয়োজন বৃদ্ধিকরতে কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবী। ঢালাও ভাবে প্রযুক্তি পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানী নির্ভর না হয়ে দেশে বিকল্প পণ্যের তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ এবং ব্যবসা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে।

বিগত কয়েক দশকের অধিক কাল ধরে নানা দিক দিয়ে সাফল্য এসেছে। এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়ার এখনই সময়।

হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রুফটপ সোলার স্থাপন



হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবাসিক ভবনের রুফটপে ১০.৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সোলার সিস্টেম থেকে দিনের বেলায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয় এবং রাতে গ্রিড হতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে ব্যবহার করা হয়। নেট-মিটারিং পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বার্ষিক প্রায় ১.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে।

সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২৩০ কেভি কন্ট্রোল রুম বিল্ডিং-এর ছাদে ২০ কিলোওয়াট-পিক (kWp) ক্ষমতাসম্পন্ন রুফটপ সোলার সিস্টেম ১৫/০৩/২০২৬ তারিখে সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত রুফটপ সোলার সিস্টেমসমূহ স্থাপনের ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা যাবে।



ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি এর সেরা কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচিত

ইতিবাচক কর্মসম্পূর্ণ তৈরির লক্ষ্যে ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি কর্তৃক Motivational Tool হিসেবে “Employee of the Month” ঘোষণা করা হয়ে থাকে। এর ফলে কর্মরত জনবলের মধ্যে অধিকতর দক্ষ, দায়িত্বশীল ও কর্মউদ্দীপনামূলক workforce তৈরি হচ্ছে।

Congratulations...!!

Employee of the Month
January-2026



Md. Emdadul Haq Molla
Deputy Manager (Chemical)
Siddhirganj 335 MW CCGP
EGCB, Siddhirganj, Narayanganj.

সেরা কর্মকর্তা
জানুয়ারি-২০২৬



জনাব অলিম সরদার
সুপারভাইজিং এঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল)
সিবিএল ২ & ১১০ ওয়াক্স পলি. পওয়ার প্লান্ট
হাটী সুলেই, সিলিগুড়া, বরগুনা

সেরা কর্মকর্তা
ফেব্রুয়ারি-২০২৬



জনাব মোঃ আলী হাসান
সুপারভাইজিং এঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল)
সিবিএল ২ & ১১০ ওয়াক্স পলি. পওয়ার প্লান্ট
হাটী সুলেই, সিলিগুড়া, বরগুনা

Employee of the Month
February-2026



Shaurav Kumar Saha
Sub-Divisional Engineer (EC)
Siddhirganj 335 MW CCGP
EGB PLC, Siddhirganj, Narayanganj.

Employee of the Month
(February 2026)



মোঃ মোস্তাফিজুর রাহমান
উপ-সার্ভিস এঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল)
কর্কটালী সুলেই, সিলিগুড়া, বরগুনা

Employee of the Month
March-2026



Gazi Hasan Arefin
Sub-Divisional Engineer (Electrical)
Siddhirganj 335 MW CCGP
EGB PLC, Siddhirganj, Narayanganj.

Employee of the Month
March 2026



Md. Kamruzzaman, Technician
Haripur 412 MW CCGP
EGB PLC, Bandar, Narayanganj.

সেরা কর্মচারী
মার্চ-২০২৬



জনাব সুবীল সরকার
ডেপুটি সার্ভিস এঞ্জিনিয়ার
সিবিএল ২ & ১১০ ওয়াক্স পলি. পওয়ার প্লান্ট
হাটী সুলেই, সিলিগুড়া, বরগুনা

 **Electricity Generation Bangladesh PLC.**

সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি ও সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি এর ফায়ার ড্রিল সম্পন্ন

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি এ অগ্নি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহড়ায় প্ল্যান্টের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। মহড়ার শুরুতে উপব্যবস্থাপক (এইচএসইকিউ) প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত হোজ রিল ব্যবহারবিধি সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবগত করেন এবং পরবর্তীতে তা ব্যবহারের উপরে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি যৌথ অগ্নি নির্বাপন মহড়া আয়োজন করা হয়। মহড়ায় এসেম্বলি পয়েন্টস ও কুলিং টাওয়ার সংলগ্ন স্থানে কৃত্রিম অগ্নিকান্ডের সিমুলেশন করা হয় এবং ফায়ার হাইড্রেন্ট, পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহারের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করা হয়। পাশাপাশি, আগুনে আটকা পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধার এবং দক্ষ রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের কৌশলও অনুশীলন করা হয়।



সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি এ অগ্নি নির্বাপন
মহড়া



সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি এ অগ্নি নির্বাপন
মহড়া

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি তে পিপিআর-২০২৫ অনুযায়ী Goods, Works and Services Procurement and e-GP বিষয়ক এবং বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন অনুশাসনমালা ২০২৫ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি কর্পোরেট অফিসের উদ্যোগে গত ০৩ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে ১৭ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ০৫ দিনব্যাপী কর্পোরেট অফিসের কনফারেন্স রুমে এ পিপিআর-২০২৫ অনুযায়ী Goods, Works and Services Procurement and e-GP বিষয়ক ০১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইজিবি পিএলসি'র ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি কর্পোরেট অফিসের উদ্যোগে গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কর্পোরেট অফিসের কনফারেন্স রুমে এ বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন অনুশাসনমালা ২০২৫ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইজিবি পিএলসি'র ২৮৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।



Goods, Works and Services Procurement and e-GP বিষয়ক প্রশিক্ষণ



বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন অনুশাসনমালা ২০২৫ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি তে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি কর্তৃক প্রতিবছরের ন্যায় গত ০৮ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রতিষ্ঠানের সকল নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর পাশাপাশি নির্বাহী পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলীগণ, ব্যবস্থাপক ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকল নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সভায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬-এর বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য **“Give To Gain”** এর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। এর মূল বক্তব্য হলো—নারীদের যথাযথ সমর্থন ও সুযোগ প্রদান করা হলে কেবল নারীরাই নয়, সমগ্র সমাজই এর সুফল ভোগ করবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারিত প্রতিপাদ্য **“Right, Justice, Action: For All Women and Girls”** এর বাংলা ভাবার্থ—“আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায্যবিচার—সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার—নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ প্রতিষ্ঠানের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলীগণ, নির্বাহী পরিচালকগণ (প্রশাসন ও অর্থ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, পরিচালন ও সংরক্ষণ) ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন বাংলাদেশ পিএলসি-তে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপদ ও সম্মানজনক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং কর্মক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বানের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

